



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

14 November 2025 / 23 Jamadilawal 1447H

পিতা-মাতার মাধ্যমে বেহেশতলাভ করা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى طَرِيقِ الإِيمَانِ، وَمَنَحَ فِي صُلُورِنَا السَّكِينَةَ وَالاطْمِئْنَانَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتْقُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আপনারা মহান আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর প্রতি সচেতন থাকুন। তাঁর আদেশ মান্য করুন এবং নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। মনে রাখবেন এই দুনিয়া অস্থায়ী, আর আধিরাত চিরস্থায়ী। আমাদের পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জানাত লাভের চেষ্টা করুন। হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলা, আমাদের সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

আমীন! ইয়া রাববাল আলামীন!!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

মহান আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলা সুরা আর রুমের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

Allah s.w.t. says in surah Ar-Rum, verse 54:

* اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ٥٤

অর্থং আল্লাহ তাআলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তাঁর প্রতি সচেতন থেকো। তাঁর আদেশ মান্য করো এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো। মনে রেখো, এই দুনিয়া অস্থায়ী, আর আধিরাত চিরস্থায়ী। আমাদের পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও পরিশেষে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্মাত লাভের চেষ্টা করো। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন এবং তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন। ভাইয়েরা, আসুন আমরা এই আয়াতের গভীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করি। আল্লাহর অনুগ্রহেই আমরা জীবনের যাত্রা শুরু করি দুর্বল ও অসহায় অবস্থায়। তাঁরই অনুগ্রহে আমরা বেড়ে উঠি ও শক্তি অর্জন করি, আর তাঁরই অনুগ্রহে বার্ধক্যে পৌঁছে আবার দুর্বল হয়ে পড়ি।

আজ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো যৌবনের উদ্যম ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, আবার কেউ কেউ ইতিমধ্যেই সেই পূর্বের শক্তি হারাতে শুরু করেছেন।

যাদের পিতা-মাতা বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তারা এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন—দশ বছর আগে তাঁদের মুখের চেহারাটা কেমন ছিল, আর আজ কেমন দেখাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করব, ধীরে ধীরে বার্ধক্যের চিহ্নগুলো ফুটে উঠেছে। তাদের দেহ হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, কেউ কেউ মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়ার সমস্যার মধ্য দিয়েও যাচ্ছেন।

এই বার্ধক্যের লক্ষণগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। একই সঙ্গে, এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তাঁরা যতদিন আমাদের সঙ্গে আছেন, ততদিন তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনের এক বিশাল সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

যেমনভাবে আমাদের পিতা-মাতা বয়সে প্রবীণ হচ্ছেন, তেমনি আমাদেরও নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে—তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যেন তারা সর্বোত্তম যত্ন ও সেবা পান। আজকের খুতবায় আমরা বয়স্ক পিতা-মাতার প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিক যত্ন প্রকাশের চারটি বাস্তব উপায় নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ্ করুন এটি আমাদের সবার জন্য কল্যাণকর হোক।

প্রথমত: নিরাপদ গৃহপরিবেশ নিশ্চিত করা

তাদের নিরাপত্তা ও সুস্থিতার জন্য ঘরোয়া পরিবেশে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন— বাথরুমে হাতল লাগানো বা পাপিছলে পরবে না এমন মাদুর স্থাপন করা, বা অনুরূপ সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা পড়ে যাওয়া বা আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি কমায়। করিডোর ও ঘরের পথ যেন ফাঁকা থাকে, এবং প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যেন সহজে পায় তাই সেগুলিকে হাতের নাগালে রাখা—সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার।

দ্বিতীয়ত: তাদের আঞ্চিক কল্যাণ লালন করা

শারীরিক আরামের পাশাপাশি আমাদের তাঁদের আঞ্চিক স্বাস্থ্যের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আজানের সময়সূচিসহ একটি ঘড়ি তাঁদের নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় এবং ইবাদতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করা যায় আমরা তাঁদের মোবাইল, ট্যাব বা টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত, নির্বাচিত হাদীস, দৈনন্দিন দোয়া, বা তাদের প্রিয় ইসলামিক বক্তৃতা সংরক্ষণ করে দিতে পারি, যাতে তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে সজীব থাকে।

তৃতীয়ত: পৃথিবীকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসুন

আমাদের পিতা-মাতা বয়সে প্রবীণ হলে তাঁদের চলাফেরার সক্ষমতা প্রায়ই সীমিত হয়ে পড়ে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো বাইরের পৃথিবীকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নিয়মিত তাঁদের দেখতে যাওয়া,

আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করা এবং নিশ্চিত করা যেন তারা নিজেকে মূল্যবান ও সুরণীয় মনে করেন।

তাঁদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করতে হবে—সরাসরি সাক্ষাৎ বা অনলাইন মাধ্যমে—যাতে তাঁরা সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকতে পারেন এবং বন্ধুদ্বের উষ্ণতা অনুভব করতে পারেন।

তাঁদেরকে দায়িত্বশীলভাবে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং তাঁদের আগ্রহ অনুযায়ী অনলাইন ক্লাস বা হালকা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে সহায়তা করতে হবে। আমাদের পিতা-মাতা বয়স বাড়লেও তাদের সক্রিয় থাকতে হবে। তাদেরও জীবনের উদ্দেশ্যবোধ অনুভব করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

চতুর্থত: তাদের সামগ্রিক কল্যাণে মনোযোগী হউন

বয়স্ক পিতা-মাতার যত্ন নিতে হলে আমাদের আগেভাগেই সচেতন ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, তাঁদের ওষুধ গ্রহণ, খাবারের সময় ইত্যাদি নিয়মিত দেখাশোনার জন্য দৈনিক বা সাপ্তাহিক একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে, যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে।

সহজ স্বাস্থ্য-পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, যেমন পালস বা রক্তচাপ মাপার ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে—যা পরিবারকে মানসিক স্বস্তি দেবে। নিয়মিত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হয়, তবে প্রশিক্ষিত পরিচর্যাকারী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা যথাযথ যত্ন ও মনোযোগ পান।

মহান আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যার অর্থ: “ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি।” সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, “তে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি?” তিনি উত্তরে বললেন: “যে

ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বার্ধক্যে পায়, অথচ (তাদের সেবার মাধ্যমে) জাগ্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।”

(ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

নবী (সঃ) কেন এ কথা বলেছেন? কারণ পিতা-মাতা, বিশেষ করে তাঁদের বার্ধক্য, আমাদের জন্য বরকতের এক প্রবাহমান নদীর মতো। আমাদের যা করতে হবে তা হলো—ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে তাঁদের সেবা করা, আর এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত পুরন্ধার সহজেই আমাদের কাছে পৌঁছে যায়।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

একসময় আমাদের পিতা-মাতা আমাদের হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন। একদিন হয়তো আমরাই তাঁদের হাত ধরে একই মমতায় পথ দেখাব। একসময় তাঁরা আমাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাইয়েছিলেন; একদিন হয়তো আমরাই তাঁদের সেই একই ভালোবাসা ও দয়ার সঙ্গে আহার করাব।

যখন সেই সময় আসবে, তখন তাঁদের মনে করিয়ে দিতে হবে—তাঁরা আমাদের জীবনে কতটা মূল্যবান, কত কল্যাণ তাঁরা আমাদের ওপর বর্ষণ করেছেন, আর আমরা তাঁদের কত গভীরভাবে ভালোবাসি। নিশ্চিত করতে হবে যেন তাঁরা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার উষ্ণতা অনুভব করেন, কারণ সময় দ্রুত চলে যায়, আর একদিন এই মুহূর্তগুলোই হবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সূতি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা তাঁদের যথাযথ মর্যাদায় সম্মান করতে পারি, এবং তিনি যেন আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও প্রিয়জনদেরকে জাগ্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চতম স্থানে একত্রিত করেন—যেখানে আর কোনো বিচ্ছেদ থাকবে না।

আমীন, ইয়া রাববাল আলামীন!

أَقُولُ قَوْلِيَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الْوَحْيُمُ.

Second Sermon

اَحْمَدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا اَمْرَ، وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. الَّلَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمْرَ، وَانْتُهُوا عَمَّا كَأْكُمْ عَنْهُ وَزَجَرْ.

اَلَا صَلَوَا وَسِلَمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمْرَنَا اللَّهُ بِذِلِكَ حِينَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسِلُمُوا تَسْلِيْمًا. الَّلَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِلَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَأَرْضَ اللَّهَمَّ عَنِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ سَادِاتِنَا أَيُّ بُكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَاءِةِ وَالْتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعْهُمْ وَفِيهِمْ بَرْ حُمَّتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

الَّلَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. الَّلَّهُمَّ ادْفِعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْمَلَازِلَ وَالْمَحَنَّ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلِدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبَلَدَاتِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّلَّهُمَّ انصُرْ إِخْرَوْانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فِلَسِطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. الَّلَّهُمَّ بِدَلْ خَوْفَهُمْ أَمَّنَا، وَخُزْنَهُمْ فَرَحَا، وَهَمْهُمْ

فَرَجَّا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أَللَّهُمَّ اكْتِبِ السَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمَانَ وَالْأَمَانَ
لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَا عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يُعَظِّمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَلَاذُكْرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَدُوكُمْ، وَاسْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَنْدُكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعِطِّكُمْ، وَلَاذُكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.